

দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে অপূর্ব সুন্দর মোহিনীমূর্তি রূপী ভগবানের অবতারকে দর্শন করে শিব কিভাবে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তারপর কিভাবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। শিব যখন মোহিনীরূপী ভগবান শ্রীহরির লীলা-বিলাসের কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর বৃষবাহনে আরোহণ করে ভগবানকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পত্নী উমা এবং তাঁর সেবক ভূতগণ সহ তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হয়েছিলেন। ভগবানকে প্রণাম করে তিনি তাঁকে ‘দেবদেব’, ‘জগদ্ব্যাপী’, ‘জগন্ময়’, ‘জগদীশ’, ‘সর্বাদ্বা’, ‘সর্বাশ্রয়’, ‘সর্ব-কারণের কারণ’ এবং ‘স্বরাট্’ বলে বন্দনা করে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের কাছে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাই তাঁর ভক্ত শিবের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁর মায়া বিস্তার করে এক ভুবনমনোমোহিনী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। সেই মূর্তি দর্শন করে মহাদেবও মোহিত হয়েছিলেন। পরে, ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেকে সংযত করেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতে সকলেই স্ত্রীরূপের দ্বারা মোহিত। কিন্তু ভগবানের কৃপায় জীব মায়ার এই প্রভাব পরাভূত করতে পারে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিব তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেকে সংযত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই কেবল মায়ার আকর্ষণীয় রূপে বিমোহিত না হয়ে প্রকৃতিস্থ থাকতে পারেন। অন্যথায়, জীব যদি একবার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে সেই বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ভগবানের কৃপা লাভ করে শিব তাঁর পত্নী ভবানী এবং অনুচর ভূতগণ সহ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উত্তমশ্লোক ভগবানের দিব্যগুণের বর্ণনা করে এবং শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির দ্বারা ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা যায়—সেই কথা ঘোষণা করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীবাদরায়ণিরূবাচ

বৃষধ্বজো নিশম্যেদং যোষিদ্ভূপেণ দানবান্ ।

মোহয়িত্বা সুরগণান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ ॥ ১ ॥

বৃষমারুহ্য গিরিশঃ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ ।

সহ দেব্যা যযৌ দ্রষ্টুং যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; বৃষ-ধ্বজঃ—বৃষবাহন শিব; নিশম্য—শ্রবণ করে; ইদম্—এই (সংবাদ); যোষিৎ-রূপেণ—স্ত্রীরূপ ধারণ করে; দানবান্—দানবদের; মোহয়িত্বা—মোহিত করে; সুর-গণান্—দেবতাদের; হরিঃ—ভগবান; সোমম্—অমৃত; অপায়য়ৎ—পান করিয়েছিলেন; বৃষম্—বৃষে; আরুহ্য—আরোহণ করে; গিরিশঃ—শিব; সর্ব—সমস্ত; ভূত-গণৈঃ—ভূত-প্রেতদের দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত; সহ দেব্যা—উমা সহ; যযৌ—গিয়েছিলেন; দ্রষ্টুং—দর্শন করতে; যত্র—যেখানে; আস্তে—অবস্থান করেন; মধুসূদনঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীহরি স্ত্রীরূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, সেই কথা শুনে বৃষধ্বজ মহাদেব উমা সহ ভূতগণ পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীমধুসূদন যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁর মোহিনীরূপ দর্শন করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ ।

সূপবিষ্ট উবাচেদং প্রতিপূজ্য স্ময়ন্ হরিম্ ॥ ৩ ॥

সভাজিতঃ—সাদরে অভ্যর্থিত; ভগবতা—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; স-আদরম্—(শিবের উপযুক্ত) সম্মান সহকারে; স উময়া—উমা সহ; ভবঃ—শঙ্কু (শিব); সূ-উপবিষ্টঃ—সুখে উপবিষ্ট; উবাচ—বলেছিলেন; ইদম্—এই; প্রতিপূজ্য—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; স্ময়ন্—হাসতে হাসতে; হরিম্—ভগবানকে।

অনুবাদ

উমা সহ মহাদেবকে ভগবান সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্বক ভগবানের পূজা করে হাসতে হাসতে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীমহাদেব উবাচ

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময় ।

সর্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

শ্রী-মহাদেবঃ উবাচ—মহাদেব বললেন; দেব-দেব—হে দেবতাদের দেবতা; জগৎ-
ব্যাপিন্—হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান; জগদীশ—হে জগদীশ্বর; জগৎ-ময়—হে ভগবান,
আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জগতে রূপান্তরিত হন; সর্বেষাম্ অপি—সর্বপ্রকার;
ভাবানাম্—পরিস্থিতি; ত্বম্—আপনি; আত্মা—চেতন শক্তি; হেতুঃ—সেই হেতু;
ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

মহাদেব বললেন—হে দেবদেব, হে জগদ্ব্যাপী, হে জগদীশ, হে জগন্ময়, আপনি
সমস্ত বস্তুর মূল নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আপনি জড় নন। বস্তুতপক্ষে,
আপনি সমস্ত চেতনের আত্মা বা পরমাত্মা। অতএব, আপনি পরমেশ্বর অর্থাৎ
পরম নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের অবতাররূপে এই জড় জগতে বিরাজ করেন।
শিব হচ্ছেন তমোগুণাবতার এবং ব্রহ্মা রজোগুণাবতার। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু
যদিও তাঁদের মধ্যে একজন, তবুও তিনি তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত নন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন
দেবদেব বা সমস্ত দেবতাদের দেবতা। শিব যেহেতু এই জড় জগতে রয়েছেন,
তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় জগদ্ব্যাপী
অর্থাৎ ‘সর্বব্যাপ্ত ভগবান’। শিবকে কখনও কখনও মহেশ্বর বলা হয়, এবং তাই
কেউ কেউ মনে করেন যে, শিবই হচ্ছেন সব কিছু। কিন্তু এখানে শিব ভগবান
শ্রীবিষ্ণুকে জগদীশ বা ‘সমস্ত জগতের ঈশ্বর’ বলে সম্বোধন করেছেন। শিবকে
কখনও বিশ্বেশ্বর বলা হয়, কিন্তু এখানে তিনিই শ্রীবিষ্ণুকে জগন্ময় বলে সম্বোধন
করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিশ্বেশ্বরও শ্রীবিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। শ্রীবিষ্ণু যদিও চিৎ-
জগতের অধীশ্বর, তবুও তিনি এই জড় জগৎকেও নিয়ন্ত্রণ করেন, যে কথা
ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে (ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্)। ব্রহ্মা
এবং শিবকেও কখনও কখনও ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়, কিন্তু পরম ঈশ্বর
হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতায় সেই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জগতে সব কিছুই যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে। অণুস্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্। পরমাণুগুলিও কার্যশীল, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের অভ্যন্তরে রয়েছেন।

শ্লোক ৫

আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ ।

যতোহব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্ম চিদ্ভবান্ ॥ ৫ ॥

আদি—শুরু; অন্তো—এবং শেষ; অস্য—এই জড় জগতের, বা যা কিছু জড় বা দৃশ্য; যৎ—যা কিছু; মধ্যম্—আদি এবং অন্তের মধ্যবর্তী, স্থিতি; ইদম্—এই জগতের; অন্যৎ—আপনি ব্যতীত অন্য কিছু; অহম্—অহঙ্কার, স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা; বহিঃ—আপনার বাহিরে; যতঃ—যেহেতু; অব্যয়স্য—অব্যয়ের; ন—না; এতানি—এই সমস্ত পার্থক্য; তৎ—তা; সত্যম্—পরম সত্য; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; চিৎ—চিন্ময়; ভবান্—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অহঙ্কার এবং এই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত সবই আপনার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পরম সত্য, পরমাত্মা এবং পরমব্রহ্ম, তাই জন্ম, মৃত্যু এবং স্থিতি প্রভৃতির পরিবর্তন আপনার মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত। ভগবদ্গীতায় (৭/৪) ভগবান নিজেও বলেছেন—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

“ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।” অর্থাৎ, এই জগতের সমস্ত উপাদানগুলি ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই উপাদানগুলি যেহেতু ভগবান থেকে আসছে, তাই তিনি আর পূর্ণ নন। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়

পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—“যেহেতু তিনি পূর্ণ, তাই বহু পূর্ণ তাঁর থেকে উদ্ভূত হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।” তাই ভগবানকে বলা হয় অব্যয়। যতক্ষণ আমরা পরম সত্যকে অচিন্ত্যভেদাভেদ বলে মেনে না নিই, ততক্ষণ পরম সত্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে না। ভগবানই সব কিছুর মূল। অহমাদির্হি দেবানাম্—তিনি সমস্ত দেবতাদেরও আদি কারণ। অহং সর্বস্য প্রভবঃ—সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত। সর্ব অবস্থাতেই—কর্তা, কর্ম, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি—এই জড় জগতের যা কিছুই আমাদের গোচরীভূত হয়, তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবান। তাঁর কাছে এটি আমার এবং ওটি অন্যের, এই ধরনের কোন ভেদ নেই, কারণ তিনিই সব কিছু। তাই তাঁকে বলা হয় অব্যয়। ভগবান যেহেতু অব্যয়, তাই তিনি পরম সত্য অর্থাৎ পরমব্রহ্ম।

শ্লোক ৬

তবৈব চরণান্তোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ ।

বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৬ ॥

তব—আপনার; এব—বস্তুতপক্ষে; চরণ-অন্তোজম্—শ্রীপাদপদ্ম; শ্রেয়ঃকামাঃ—পরম কল্যাণ বা জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী; নিরাশিষঃ—জড় বাসনা রহিত; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; উভয়তঃ—এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে; সঙ্গম্—আসক্তি; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; সমুপাসতে—আরাধনা করেন।

অনুবাদ

জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জড় বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত বা মহাত্মাগণ নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন মনে করে, “এই শরীরটি আমার স্বরূপ এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার”, তখন সে এই জড় জগতে থাকে। অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবৃন্তৈর্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি। এটিই জড়-জাগতিক জীবনের লক্ষণ। এই জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ মনে করে, “এটি আমার গৃহ, এটি আমার জমি, এটি আমার পরিবার, এটি আমার রাজ্য” ইত্যাদি। কিন্তু যারা মুনয়ঃ অর্থাৎ নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণকারী মহাত্মা, তাঁরা ইন্দ্রিয়-সুখের সমস্ত বাসনা বিহীন

হয়ে কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। অন্যাবিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাদানাবৃতম্। এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে এই প্রকার সাধু ভক্তদের একমাত্র ভাবনা হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তার ফলে তাঁরা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ তাঁদের অন্য কোন বাসনা নেই। জড় জগতের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে তাঁদের বলা হয় শ্রেয়স্কামাঃ। অর্থাৎ, তাঁদের ধর্ম, অর্থ অথবা কাম সম্বন্ধে কোন আসক্তি নেই। এই প্রকার ভক্তের একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি। এই মোক্ষ কিন্তু মায়াবাদীদের মতো ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃত মোক্ষ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উপদেশ দেওয়ার সময় ভগবান স্পষ্টভাবে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের মুক্তিপদে শব্দটি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের কোন শব্দের সংশোধন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মুক্তিপদে শব্দটি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়কে বোঝায়। ভগবান মুক্তি দান করেন, তাই তাঁর নাম মুকুন্দ। শুদ্ধ ভক্তের কোন জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি ধর্ম, অর্থ অথবা কামের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবাতেই আগ্রহী।

শ্লোক ৭

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-

মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যং ।

বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-

মাত্রেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি; ব্রহ্ম—সর্বব্যাপ্ত পরম সত্য; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; অমৃতম্—অবিনাশী; বিগুণম্—মায়িক গুণ থেকে মুক্ত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত; বিশোকম্—শোক রহিত; আনন্দমাত্রম্—সর্বদা দিব্য আনন্দময়; অবিকারম্—পরিবর্তন রহিত; অনন্যং—সব কিছু থেকে ভিন্ন; অন্যং—তবুও আপনিই সব কিছু; বিশ্বস্য—জগতের; হেতুঃ—কারণ; উদয়—উদয়ের; স্থিতি—পালন; সংযমানাম্—জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত পরিচালকেরা; আত্ম-ঈশ্বরঃ—সকলকে নির্দেশ প্রদানকারী পরমাত্মা; চ—ও; তৎ-অপেক্ষতয়া—সকলেই আপনার উপর নির্ভর করে; অনপেক্ষঃ—সর্বদাই পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি পরমব্রহ্ম, সর্বতোভাবে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে আপনি নিত্য, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণ আনন্দময়। প্রকৃতপক্ষে আপনার শোকের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, তাই আপনাকে ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবুও আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কে আপনার থেকে ভিন্ন, কারণ এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কার্য এবং কারণ ভিন্ন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের আদি কারণ, এবং আপনি সমস্ত জীবদের বর প্রদান করেন। সকলেই তার কর্মের ফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি সর্বদাই স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুবস্থিতঃ ॥

“অব্যক্তরূপে আমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।” এই শ্লোকটি অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন বিশ্লেষণ করে। সব কিছুই পরমব্রহ্ম ভগবান, তবুও সেই পরম পুরুষ সব কিছু থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করেন। বস্তুতপক্ষে, যেহেতু ভগবান জড় জগতের সব কিছু থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, তাই তিনিই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, পরম কারণ, পরম নিয়ন্তা। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ভগবান হচ্ছেন পরম কারণ এবং এই জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন— “আপনার ভক্ত যেমন সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত, আপনিও সর্বতোভাবে সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত। আপনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। যদিও সমস্ত জীব আপনার সেবায় যুক্ত, তবুও আপনি কারও সেবার উপর নির্ভর করেন না। যদিও এই জড় জগৎ সম্পূর্ণরূপে আপনারই সৃষ্টি, তবুও সব কিছুই আপনার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ— স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আপনার থেকেই আসে। কোন কিছুই স্বতন্ত্রভাবে করা যায় না, তবুও আপনি আপনার সেবকদের সেবার উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে কার্য করেন। মুক্তির জন্য জীব আপনার কৃপার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি যখন তাদের মুক্তি দিতে চান, তখন আপনি অন্য কারও উপর নির্ভর করেন না। বস্তুতপক্ষে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আপনি যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তিদান

করতে পারেন। যাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেন, তাঁদের বলা হয় কৃপাসিদ্ধ। সিদ্ধির স্তর প্রাপ্ত হতে বহু বহু জন্ম লাগে (বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা না করেও আপনার কৃপায় জীব সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। ভক্তি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত (অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি)। এটিই নিরাশিষঃ স্থিতি, বা ফলের আশা থেকে মুক্তি। শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, কিন্তু আপনি তাঁর সেবার উপর নির্ভর না করে যে কোন ব্যক্তিকে কৃপা করতে পারেন।”

শ্লোক ৮

একস্তমেব সদসদ্ দ্বয়মদ্বয়ং চ

স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ ।

অজ্ঞানতস্তুয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো

যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥ ৮ ॥

একঃ—একমাত্র; ত্বম্—আপনি; এব—বস্তুতপক্ষে; সৎ—কার্যরূপে যার অস্তিত্ব রয়েছে; অসৎ—কারণরূপে যার অস্তিত্ব নেই; দ্বয়ম্—তারা উভয়েই; অদ্বয়ম্—অদ্বয়; চ—এবং; স্বর্ণম্—স্বর্ণ; কৃত—বিভিন্নরূপে নির্মিত; আকৃতম্—স্বর্ণের মূল উৎস (স্বর্ণখনি); ইব—সদৃশ; ইহ—এই জগৎ; ন—না; বস্তুভেদঃ—বস্তুর পার্থক্য; অজ্ঞানতঃ—অজ্ঞানের ফলেই কেবল; ত্বয়ি—আপনাকে; জনৈঃ—জনসাধারণ; বিহিতঃ—করা উচিত; বিকল্পঃ—বিভেদ; যস্মাৎ—যার ফলে; গুণ-ব্যতিকরঃ—জড়া প্রকৃতির গুণজাত পার্থক্য থেকে মুক্ত; নিরুপাধিকস্য—সব রকম জড় উপাধি থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি কার্য এবং কারণস্বরূপ। তাই, আপনি দুইরূপে প্রতীত হলেও আপনি এক। স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার এবং স্বর্ণখনির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; তারা উভয়েই এক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ ভেদ কল্পনা করে থাকে। আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত, এবং যেহেতু সমগ্র জগৎ আপনারই সৃষ্ট এবং আপনাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই তা আপনার চিন্ময় গুণের পরিণাম। অতএব ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যার ধারণা ভ্রান্ত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জীবের দেহ জড় শক্তিসম্মত। অতএব দেহটি জড় এবং আত্মা চিন্ময়। কিন্তু উভয়েরই উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
 অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
 অপরেয়মিতদ্ব্যন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
 জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

“ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জগৎকে ধারণ করে আছে।” এইভাবে, জড় পদার্থ এবং জীব উভয়েই ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, এবং যেহেতু বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি উভয়েই পরম শক্তিমান ভগবানের শক্তি, তাই চরমে ভগবানই সব কিছু। এই প্রসঙ্গে যে-সোনা অলঙ্কারে পরিণত হয়নি এবং যে-সোনা বিভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তটি দেওয়া যেতে পারে। কর্ণকুণ্ডলের সোনা এবং স্বর্ণখনির সোনার মধ্যে পার্থক্য কেবল কার্য এবং কারণরূপে; তা না হলে তারা একই। বেদান্ত-সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মই সব কিছুর কারণ। জন্মাদ্যস্য যতঃ। সব কিছুরই জন্ম হয়েছে পরমব্রহ্ম থেকে, যাঁর শক্তিরূপে সব কিছু প্রকাশিত। তাই, এই সমস্ত শক্তির কোনটিকেই মিথ্যা বলে মনে করা উচিত নয়। অজ্ঞানতাবশত মায়াবাদীরা ব্রহ্ম এবং মায়ার মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে।

শ্রীমদ্ বীররাঘব আচার্য তাঁর ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকায় বৈষ্ণব দর্শনের বর্ণনা করে বলেছেন—জগৎ সৎ এবং অসৎ, চিৎ এবং অচিৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জড় পদার্থ অচিৎ এবং জীব চিৎ, কিন্তু তাদের উৎস হচ্ছেন ভগবান, যাঁর কাছে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার কোন পার্থক্য নেই। এই ধারণা অনুসারে, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা সমন্বিত জড় জগৎ ভগবান থেকে অভিন্ন। ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ—“এই জড় জগৎও ভগবান, যদিও তাঁর থেকে তা ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।” ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুবস্থিতঃ ॥

“অব্যক্তরূপে আমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।” যদিও কেউ বলতে পারে যে, ভগবান জড় জগৎ থেকে ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন নন। ভগবান বলেছেন ময়া ততমিদং সর্বম্—“আমার নির্বিশেষ রূপে আমি সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।” তাই, এই জগৎ তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। পার্থক্য কেবল নামের। যেমন, আমরা স্বর্ণকুণ্ডল, স্বর্ণবলয়, স্বর্ণহার ইত্যাদি বললেও চরমে তা সবই সোনা। তেমনই, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ চরমে সেই এক পরমেশ্বর ভগবান। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। এটিই বৈদিক উক্তি (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/১)। এই একত্বের কারণ হচ্ছে, সব কিছুই পরমব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যে দৃষ্টান্তটি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে যে স্বর্ণকুণ্ডল এবং স্বর্ণখনির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। বৈশেষিক দার্শনিকেরা কিন্তু তাদের মায়াবাদী বিচারধারার ফলে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা বলে, ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা—“ব্রহ্মই বাস্তব সত্য আর এই জগৎ মিথ্যা।” কিন্তু জগৎ মিথ্যা হবে কেন? এই জগৎও ব্রহ্মের প্রকাশ। অতএব এই জগৎও সত্য।

বৈষ্ণবেরা তাই জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করেন না; পক্ষান্তরে তাঁরা সব কিছুকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে বাস্তব বলে মনে করেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাইমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফলু কথ্যতে ॥

“সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করা উচিত এবং কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তা গ্রহণ করেন, তা হলে তাকে বলা হয় যুক্তং বৈরাগ্যম্। ভগবানের সেবার জন্য যা অনুকূল তা-ই গ্রহণ করা উচিত। জড় বলে মনে করে তা ত্যাগ করা উচিত নয়।” (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৫৫-২৫৬) এই জগৎকে মিথ্যা বলে বর্জন করা উচিত নয়। এই জগৎও সত্য, এবং তা সত্য বলে উপলব্ধ হয় যখন সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যদি একটি ফুল গ্রহণ করা হয়, তা হলে

সেই ফুলটি তখন জড়, কিন্তু সেই ফুলটি যখন ভক্তি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন তা চিন্ময়। নিজের জন্য যখন খাদ্য রন্ধন করা হয়, তখন সেটি জড়, কিন্তু ভগবানের জন্য যখন তা রন্ধন করা হয়, তখন তা চিন্ময় প্রসাদ। সেটিই হচ্ছে উপলব্ধির বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, সব কিছুই ভগবান দান করেছেন, এবং তাই সব কিছুই চিন্ময়, কিন্তু যারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন নয় তারা তিনগুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ভেদ দর্শন করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সূর্য যদিও কেবলমাত্র আলোক বা কিরণ, যা সাতটি রঙে প্রকাশিত হয় এবং অন্ধকার, যা হচ্ছে সূর্যকিরণের অভাব, সেগুলি সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, কারণ সূর্যের অস্তিত্ব ব্যতীত এই ভেদগুলি থাকতে পারে না। বিভিন্ন অবস্থার ফলে বিভিন্ন নামকরণ হতে পারে, কিন্তু সেই সবই সূর্য। পুরাণে তাই বলা হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদম্ অখিলং জগৎ ॥

“এক স্থানে স্থিত অগ্নির আলোক যেমন সর্বত্র বিস্তৃত হয়, ভগবানের শক্তিও তেমন সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।” (বিষ্ণুপুরাণ ১/২২/৫৩) জড় সৃষ্টিতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই যে, সূর্যকিরণ বিভিন্ন নাম এবং কার্য অনুসারে ব্যাপ্ত, কিন্তু সূর্য এক। তেমনই, সর্বং খলিদং ব্রহ্ম—সব কিছুই পরমব্রহ্মের বিস্তার। তাই, ভগবানই সব কিছু এবং তিনি এক ও অভিন্ন। ভগবানের থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই।

শ্লোক ৯

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যত ধর্মমেকে

একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্ ।

অন্যেহবযন্তি নবশক্তিসুতং পরং ত্বাং

কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্ ॥ ৯ ॥

ত্বাম্—আপনি; ব্রহ্ম—পরম সত্য, ব্রহ্ম; কেচিৎ—কেউ কেউ, যথা—বৈদান্তিক নামক মায়াবাদীরা; অবযন্তি—মনে করে; উত—নিশ্চিতভাবে; ধর্মম্—ধর্ম; একে—অন্য কেউ; একে—অন্য কেউ; পরম্—চিন্ময়; সৎ-অসতোঃ—কার্য এবং কারণ উভয়েই; পুরুষম্—পরম পুরুষ; পরেশম্—পরম ঈশ্বর; অন্যে—অন্যেরা; অবযন্তি—বর্ণনা করে; নব-শক্তি-সুতম্—নটি শক্তি সমন্বিত; পরম্—চিন্ময়; ত্বাম্—

আপনাকে; কেচিৎ—কেউ; মহা-পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান; অব্যয়ম্—শক্তির ক্ষয় ব্যতীত; আত্ম-তত্ত্বম্—পরম স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

বৈদান্তিক নামে পরিচিত নির্বিশেষবাদীরা আপনাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে মনে করে। মীমাংসক নামক অন্য দার্শনিকেরা আপনাকে ধর্ম বলে মনে করে। সাংখ্য দার্শনিকেরা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এবং সমস্ত দেবতাদেরও নিয়ন্তা পরম পুরুষ বলে মনে করেন। ভগবন্তক্তির মার্গ অনুসরণকারী পাঞ্চরাত্রিকেরা আপনাকে নবশক্তি সমন্বিত বলে মনে করেন, এবং পতঞ্জলি মুনির অনুগামী পাতঞ্জল দার্শনিকেরা আপনাকে পরম স্বতন্ত্র, অসমোক্ষ ভগবান বলে মনে করেন।

শ্লোক ১০

নাহং পরায়ুর্ঋষয়ো ন মরীচিমুখ্যা

জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ ।

যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-

মর্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; অহম্—আমি; পর-আয়ুঃ—যে ব্যক্তির আয়ু কোটি কোটি বছর (ব্রহ্মা); ঋষয়ঃ—সপ্তর্ষিগণ; ন—না; মরীচি-মুখ্যাঃ—মরীচি ঋষি আদি; জানন্তি—জানেন; যৎ—যাঁর দ্বারা (ভগবান); বিরচিতম্—এই সৃষ্ট জগৎ; খলু—বস্তুতপক্ষে; সত্ত্ব-সর্গাঃ—সত্ত্বগুণে জন্ম হলেও; যৎ-মায়য়া—যাঁর মায়ার প্রভাবে; মুষিত-চেতসঃ—যাদের হৃদয় বিমোহিত; ঈশ—হে ভগবান; দৈত্য—দৈত্যগণ; মর্ত্য-আদয়ঃ—মানুষ আদি অন্যান্য জীবদের; কিম্ উত—কি বলার আছে; শশ্বৎ—সর্বদা; অভদ্র-বৃত্তাঃ—জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি মহাদেব, ব্রহ্মা, মরীচি আদি ঋষিগণ সত্ত্বগুণে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত এবং এই জগৎ যে কি তা বুঝতে পারি না। সুতরাং অসুর, মানুষ আদি অন্য সমস্ত জীবেরা, যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে (রজ ও তমোগুণে) রয়েছে, তাদের কথা আর কি বলার আছে? তারা কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে?

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরও ভগবানকে জানতে পারেন না। অতএব যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ—রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত তাদের আর কি কথা? তা হলে কিভাবে আমরা ভগবানকে কল্পনাও করতে পারি? বহু দার্শনিক পরম সত্যকে জানার চেষ্টা করছেন, কিন্তু যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে অবস্থিত, তাই তারা মদ্যপান, মাংসাহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যুতক্রীড়া আদি বদভ্যাসের প্রতি আসক্ত, সুতরাং তাদের পক্ষে ভগবানকে জানা কি করে সম্ভব? আসলে তাদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। বর্তমান সময়ে নারদ মুনি প্রবর্তিত পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি হচ্ছে একমাত্র ভরসা। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই ব্রহ্মায়ামল থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

“যে ভগবদ্ভক্তি উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র উপেক্ষা করে, তা সমাজে কেবল উৎপাতই সৃষ্টি করে।” (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/১০১) যাঁরা অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা শ্রুতি, স্মৃতি এবং অন্যান্য বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করেন এবং পাঞ্চরাত্রিকী বিধির অনুশীলন করেন। এইভাবে ভগবানকে না জেনে তথাকথিতভাবে ভক্তির অনুশীলন করলে তা কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। এই কলিযুগে বহু ভুঁইফোড় গুরু দেখা দিয়েছে, এবং যেহেতু তারা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রিকী-বিধি অনুসরণ করে না, তাই তারা পরম সত্য হৃদয়ঙ্গমের ব্যাপারে সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করছে। কিন্তু যাঁরা সৎগুরুর নির্দেশে পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি অনুসরণ করেছেন, তাঁরা পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কথিত হয়, পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্—ভগবান যেমন ভগবদ্গীতা বলেছেন, তেমনই তিনিই পঞ্চরাত্র প্রথা বলেছেন। বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব—যাঁরা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই কেবল সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

“বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।” (ভগবদ্গীতা ৭/১৯)

বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে যাঁরা শরণাগত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিয়োগঃ প্রয়োজিতঃ ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

“ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের ফলে তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান লাভ হয় এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৭) তাই, বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় শিক্ষা দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

“সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

“ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত হৃদয়ঙ্গম করা যায়।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৫৫) শিব অথবা ব্রহ্মা ও যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন না, অতএব অন্যদের আর কি কথা, কিন্তু ভক্তিয়োগের পন্থায় তাঁকে জানা যায়।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

(ভগবদ্গীতা ৭/১)

কেউ যদি বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, কেবল বাসুদেব যেভাবে নিজের কথা বলেছেন তা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভক্তিয়োগের অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব (সমগ্রম্)।

শ্লোক ১১

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতিজন্মনাশং

ভূতেহিতং চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ ।

বায়ুর্যথা বিশতি ঋং চ চরাচরাখ্যং

সর্বং তদাত্মকতয়াবগমোহবরুন্ৎসে ॥ ১১ ॥

সঃ—আপনি; ত্বম্—ভগবান; সমীহিতম্—যা (আপনার দ্বারা) সৃষ্ট হয়েছে; অদঃ—এই জড় জগতের; স্থিতি-জন্ম-নাশম্—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; ভূত—

জীবের; ঈহিতম্ চ—বিবিধ কার্যকলাপ অথবা প্রচেষ্টা; জগতঃ—সমগ্র জগতের; ভব-বন্ধ-মোক্ষৌ—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মুক্ত হওয়া; বায়ুঃ—বায়ু; যথা—যেমন; বিশতি—প্রবেশ করে; খম্—বিশাল আকাশে; চ—এবং; চর-অচর-আখ্যম্—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু; সর্বম্—সব কিছু; তৎ—তা; আত্মকতয়া—আপনার উপস্থিতির ফলে; অবগমঃ—আপনি সব কিছু জানেন; অবরুণৎসে—আপনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ পরম জ্ঞান। আপনি এই জগৎ সম্বন্ধে এবং তার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে সব কিছু জানেন। জীবের যে সমস্ত প্রচেষ্টা এই জড় জগতে তার বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ, তা সবই আপনি জানেন। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করে আবার সেই সঙ্গে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত শরীরেও প্রবেশ করে, আপনিও তেমন সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে—

একোহ্যস্যৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটং

যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।

অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেছেন। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তিনি তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেছেন।”

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৫)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর স্বীয় ধাম গোলোকে তাঁর স্বীয় চিন্ময় রূপ এবং হুাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণী সহ নিত্য

বিরাজমান। তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদেহা শ্রীমতী রাধারাণীর নিত্য সঙ্গিনী, এবং তাঁরা আনন্দ চিন্ময় রস সম্বলিত তাঁরই প্রকাশ।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৭)

যদিও গোবিন্দ সর্বদাই তাঁর ধামে বিরাজমান (গোলোক এব নিবসতি), তবুও তিনি যুগপৎ সর্বত্রই বিরাজমান। তাঁর অজ্ঞাত কিছু নেই, এবং তাঁর কাছে কিছুই লুকানো যায় না। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করলেও আকাশ থেকে স্বতন্ত্র থাকে, ভগবানও তেমনই প্রতিটি শরীরে প্রবেশ করলেও সব কিছু থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ১২

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ ।

সোহহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যৎ তে যোষিৎপুৰুষতম্ ॥ ১২ ॥

অবতারাঃ—অবতারগণ; ময়া—আমার দ্বারা; দৃষ্টা—দৃষ্ট হয়েছে; রমমাণস্য—আপনি যখন আপনার বিবিধ লীলাবিলাস করেন; তে—আপনার; গুণৈঃ—দিব্য গুণাবলীর প্রকাশের দ্বারা; সঃ—শিব; অহম্—আমি; তৎ—সেই অবতার; দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি—দেখতে ইচ্ছা করি; যৎ—যা; তে—আপনার; যোষিৎপুঃ—স্ত্রীশরীর; ধৃতম্—ধারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার চিন্ময় গুণের প্রভাবে আপনি যে সমস্ত অবতারে প্রকাশিত হয়েছেন তা সবই আমি দর্শন করেছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি যে এক অপরূপ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করেছিলেন, তা আমি দর্শন করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

শিব যখন বিষ্ণুর সমীপে গমন করেছিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁর আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। শিব এখন তাঁর সেই বাসনা ব্যক্ত করছেন। ক্ষীর সমুদ্রের মস্থনের ফলে উথিত অমৃত বিতরণ করার জন্য ভগবান যে মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তিনি তা দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

যেন সন্মোহিতা দৈত্যাঃ পায়িতাশ্চামৃতং সুরাঃ ।

তদ্ দিদ্ম্বব আয়াতাঃ পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥ ১৩ ॥

যেন—এই প্রকার অবতারের দ্বারা; সম্মোহিতাঃ—মোহিত হয়েছিল; দৈত্যাঃ—দৈত্যেরা; পায়িতাঃ—পান করিয়েছিলেন; চ—ও; অমৃতম্—অমৃত; সুরাঃ—দেবতাদের; তৎ—সেই রূপ; দিদ্মুবঃ—দর্শন করার বাসনায়; আয়াতাঃ—আমরা এখানে এসেছি; পরম্—অত্যন্ত; কৌতূহলম্—কৌতূহল; হি—বস্তুতপক্ষে; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে রূপের দ্বারা আপনি দৈত্যদের সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমরা সেই রূপ দর্শন করার বাসনায় এখানে এসেছি। সেই রূপ দর্শন করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা ।

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং গিরিশং প্রত্যভাষত ॥ ১৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; অভ্যর্থিতঃ—প্রার্থিত হয়ে; বিষ্ণুঃ ভগবান্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; শূল-পাণিনা—ত্রিশূলধারী শিবের দ্বারা; প্রহস্য—হেসে; ভাব-গম্ভীরম্—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে; গিরিশম্—মহাদেবকে; প্রত্যভাষত—উত্তর দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শূলপাণি মহাদেব এইভাবে প্রার্থনা করলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হেসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মহাদেবকে বললেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরেক নাম যোগেশ্বর। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ। যোগীরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কিছু শক্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন সমস্ত যোগের ঈশ্বর। শিব ভগবানের মোহিনীমূর্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন, যে রূপ সারা জগৎকে বিমোহিত করেছিল। শ্রীবিষ্ণু তখন গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন কিভাবে শিবকেও মোহিত করা যায়। তাই এখানে ভাবগম্ভীরম্ শব্দটি ব্যবহার

করা হয়েছে। গিরিশ বা মহাদেবের পত্নী দুর্গাদেবী ভগবানের মায়াশক্তির প্রতীক। দুর্গাদেবী শিবকে মোহিত করতে পারেন না, কিন্তু এখন শিব ভগবানের মোহিনীমূর্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে এমন রূপ ধারণ করতে পারেন যা শিবকে পর্যন্ত মোহিত করে। তাই শ্রীবিষ্ণু গম্ভীর ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে হাসছিলেনও।

শ্লোক ১৫

শ্রীভগবানুবাচ

কৌতূহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্বেষো ময়া ধৃতঃ ।

পশ্যতা সুরকার্য্যণি গতে পীযুষভাজনে ॥ ১৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; কৌতূহলায়—বিমোহিত করার জন্য; দৈত্যানাং—দৈত্যদের; যোষিৎ-বেষঃ—সুন্দরী রমণীর রূপ; ময়া—আমার দ্বারা; ধৃতঃ—ধারণ করা হয়েছিল; পশ্যতা—আবশ্যকতা দর্শন করে; সুর-কার্য্যণি—দেবতাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; গতে—অপহরণ করে নিলে; পীযুষ-ভাজনে—অমৃতভাণ্ড।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড অপহরণ করেছিল, তখন আমি এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণপূর্বক তাদের মোহিত করে দেবতাদের কার্যোদ্ধার করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবান যখন মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা বিমোহিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত দেবতারা মোহিত হননি। অর্থাৎ, যাঁরা আসুরিক মনোভাবাপন্ন তাঁরা রমণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, এমন কি যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাও মোহিত হন না। ভগবান জানতেন যে, শিব যেহেতু কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, তাই তিনি সব চাইতে সুন্দরী রমণীর রূপেও মুগ্ধ হবেন না। কামদেব পার্বতীর উপস্থিতিতে শিবকে কামে মোহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শিব বিচলিত হননি। পক্ষান্তরে, শিবের ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করতে হয়েছিল কোন্ সুন্দর রূপ

শিবকেও বিমোহিত করবে। তার ফলে তিনি গভীরভাবে হেসেছিলেন, যে কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে (প্রহস্য ভাবগভীরম্)। সুন্দরী রমণী সাধারণত শিবের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু চিন্তা করছিলেন এমন কোন রূপ কি রয়েছে যা তাঁকে মোহিত করতে পারে।

শ্লোক ১৬

তত্তেহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম ।

কামিনাং বহু মন্তব্যং সঙ্কল্পপ্রভবোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ—তা; তে—আপনাকে; অহম্—আমি; দর্শয়িষ্যামি—দর্শন করাব; দিদৃক্ষোঃ—দর্শনোচ্ছুক; সুর-সত্তম—হে সুরশ্রেষ্ঠ; কামিনাম্—অত্যন্ত কামার্ত ব্যক্তিদের; বহু—অত্যন্ত; মন্তব্যম্—আদরণীয়; সঙ্কল্প—কামবাসনা; প্রভব-উদয়ম্—প্রবলভাবে উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

হে সুরসত্তম, যেহেতু আপনি ইচ্ছা করেছেন, তাই আমি আপনাকে কামার্ত ব্যক্তিদের অত্যন্ত আদরণীয় আমার সেই রূপ দেখাব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম আকর্ষণীয় এবং পরম সুন্দর স্ত্রীরূপ যে মহাদেব দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই হাস্যকর ব্যাপার ছিল। শিব জানতেন যে, তিনি তথাকথিত কোন সুন্দরী রমণীর দ্বারা বিচলিত হতে পারেন না। তিনি ভেবেছিলেন, “দৈত্যেরা মোহিত হতে পারে কিন্তু দেবতারা যেহেতু বিচলিত হননি, তা হলে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই।” কিন্তু, মহাদেব যেহেতু ভগবানের স্ত্রীরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান এমন এক রমণীর মূর্তি ধারণ করতে মনস্থ করেছিলেন, যা মহাদেবকে এক কামের সমুদ্রে নিমজ্জিত করবে। তাই শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলেছিলেন, “আমি তোমাকে আমার স্ত্রীমূর্তি প্রদর্শন করাব এবং তার ফলে তুমি যদি কামার্ত হও তা হলে আমাকে দোষ দিও না।” যারা কাম-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত, তারাই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যারা এই প্রকার বাসনার অতীত, যারা কৃষ্ণভাবনামূর্তের সুরে অধিষ্ঠিত, তাঁদের মোহিত করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের ইচ্ছায় সব কিছুই সম্ভব। শিব বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন কি না এটি তারই পরীক্ষা ছিল।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণো ভগবাংস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

সর্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুর্ভব আস্তে সহোময়া ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; ব্রুবাণঃ—বলতে বলতে; ভগবান্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; তত্র—সেখান থেকে; এব—তৎক্ষণাৎ; অন্তরধীয়ত—শিব এবং তাঁর পার্শ্বদেবের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন; সর্বতঃ—সর্বত্র; চারয়ন্—সঞ্চারণ করে; চক্ষুঃ—চক্ষু; ভবঃ—মহাদেব; আস্তে—ছিলেন; সহ-উময়া—তাঁর পত্নী উমা সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলতে বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, এবং মহাদেব উমা সহ চতুর্দিকে তাঁর চক্ষু সঞ্চালন করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮

ততো দদর্শোপবনে বরদ্রিয়ং

বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে ।

বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লসদ-

দুকূলপর্যস্তনিতম্বমেখলাম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; দদর্শ—মহাদেব দেখেছিলেন; উপবনে—সুন্দর বনে; বর-দ্রিয়ম্—এক অতি সুন্দরী রমণী; বিচিত্র—নানা প্রকার; পুষ্প—ফুল; অরুণ—অরুণবর্ণ; পল্লব—পত্র; দ্রুমে—বৃক্ষসমূহের মাঝখানে; বিক্রীড়তীম্—ক্রীড়ারত; কন্দুক—একটি বল নিয়ে; লীলয়া—খেলা করতে করতে; লসৎ—উজ্জ্বল; দুকূল—বস্ত্রের দ্বারা; পর্যন্ত—আচ্ছাদিত; নিতম্ব—তাঁর নিতম্বে; মেখলাম্—মেখলার দ্বারা সজ্জিত।

অনুবাদ

তারপর, নানাবিধ ফুল এবং অরুণবর্ণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষশোভিত নিকটবর্তী একটি উপবনে মহাদেব এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। তাঁর নিতম্বদেশ উজ্জ্বল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মেখলা শোভিত।

শ্লোক ১৯

আবর্তনোদ্বর্তনকম্পিতস্তন-

প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে ।

প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎ-

পদপ্রবালং নয়তীং ততস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

আবর্তন—অবক্ষেপণ; উদ্বর্তন—এবং উৎক্ষেপণ; কম্পিত—কম্পিত; স্তন—স্তনদ্বয়ের; প্রকৃষ্ট—সুন্দর; হার—হারের; উরু-ভরৈঃ—গুরুভারের ফলে; পদে পদে—প্রতিপদে; প্রভজ্যমানাম্ ইব—যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল; মধ্যতঃ—তাঁর দেহের মধ্যভাগ; চলৎ—সেইভাবে সঞ্চালন করে; পদ-প্রবালম্—প্রবালের মতো রক্তিম চরণ; নয়তীম্—গতিশীল; ততঃ ততঃ—ইতস্ততঃ।

অনুবাদ

সেই কন্দুকের অবক্ষেপণ এবং উৎক্ষেপণ করে সেই রমণীটি যখন খেলছিলেন, তখন তাঁর স্তনদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর সেই স্তনের ভারে এবং ভারী ফুলমালার ভারে মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের মধ্যভাগ যেন প্রতি পদক্ষেপে ভগ্ন হয়ে যাবে, এইভাবে তিনি তাঁর প্রবালতুল্য কোমল চরণ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করছিলেন।

শ্লোক ২০

দিক্ষু ভ্রমৎ কন্দুকচাপলৈর্ভৃশং

প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্ ।

স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোক্তসৎ-

কপোলনীললকমণ্ডিতাননাম্ ॥ ২০ ॥

দিক্ষু—সর্বদিকে; ভ্রমৎ—ভ্রাম্যমান; কন্দুক—কন্দুকের; চাপলৈঃ—চাপল্য; ভৃশম্—মাঝে মাঝে; প্রোদ্বিগ্ন—উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; তার—চক্ষু; আয়ত—আয়ত; লোল—চঞ্চল; লোচনাম্—লোচনদ্বয়; স্ব-কর্ণ—তাঁর দুই কর্ণে; বিভ্রাজিত—আলোকিত করে; কুণ্ডল—কুণ্ডল; উক্তসৎ—উজ্জ্বল; কপোল—গণ্ডদেশ; নীল—নীলবর্ণ; অলক—কেশের দ্বারা; মণ্ডিত—সুশোভিত; আননাম্—মুখ।

অনুবাদ

সেই রমণীর মুখমণ্ডল আয়ত, সুন্দর, চঞ্চল চক্ষুর দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং তাঁর সেই নয়নযুগল কন্দুকের উৎক্ষেপণ এবং অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। দুটি অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল তাঁর উজ্জ্বল গণ্ডদেশকে নীলাভ প্রতিবিশ্বের দ্বারা সুশোভিত করেছিল, এবং তাঁর এলোমেলো কেশরাশি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও দর্শনীয় করে তুলেছিল।

শ্লোক ২১

শ্লথদ্ দুকূলং কবরীং চ বিচ্যুতাং

সন্নহ্যতীং বামকরেণ বল্লুনা ।

বিনিঘ্নতীমন্যকরেণ কন্দুকং

বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া ॥ ২১ ॥

শ্লথৎ—খসে পড়ায় অথবা ঢিলে হওয়ায়; দুকূলম্—শাড়ি; কবরীম্ চ—এবং তাঁর মাথার চুল; বিচ্যুতাম্—স্বলিত হওয়ায়; সন্নহ্যতীম্—তা বাঁধবার চেষ্টা করে; বাম-করেণ—বাম হস্তের দ্বারা; বল্লুনা—অত্যন্ত সুন্দর; বিনিঘ্নতীম্—আঘাত করে; অন্য-করেণ—ডান হাতের দ্বারা; কন্দুকম্—কন্দুকটিকে; বিমোহয়ন্তীম্—সকলকে এইভাবে বিমোহিত করে; জগৎ—সারা জগৎ; আত্ম-মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

সেই কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁর গায়ের শাড়ি শ্লথ হয়েছিল এবং তাঁর কেশ স্বলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সুন্দর বাম হস্তের দ্বারা তাঁর কেশ বন্ধনের চেষ্টা করছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে কন্দুকে আঘাত করে সেই কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সারা জগৎ বিমোহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) বলা হয়েছে, দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অত্যন্ত বলবান। বস্তুতপক্ষে, তাঁর কার্যকলাপে সকলেই বিমোহিত। শব্দ (শিব) কখনও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত হতে

পারেন না, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু তাঁকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে সেইভাবে কার্য করতে দিয়েছিলেন, যেভাবে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি সাধারণ ব্যক্তিদের মোহিত করে। ভগবান যে কোন ব্যক্তিকে, এমন কি শত্রুর মতো শক্তিশালী ব্যক্তিকেও বিমোহিত করতে পারেন।

শ্লোক ২২

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ-

ব্রীড়াস্মুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্ঠঃ ।

স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহুলাত্মা

নাত্মানমন্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ ॥ ২২ ॥

তাম্—তাঁকে; বীক্ষ্য—দেখে; দেবঃ—মহাদেব; ইতি—এইভাবে; কন্দুক-লীলয়া—কন্দুক ত্রীড়ার দ্বারা; ঈষৎ—ঈষৎ; ব্রীড়া—লজ্জাজনিত; অস্মুট—অস্মুট; স্মিত—হাস্যের দ্বারা; বিসৃষ্ট—প্রেরণ করেছিলেন; কটাক্ষ-মুষ্ঠঃ—তির্যক চাহনির দ্বারা পরাজিত; স্ত্রী-প্রেক্ষণ—সেই সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে; প্রতিসমীক্ষণ—এবং সেই রমণীও তাঁকে দর্শন করছে দেখে; বিহুল-আত্মা—যাঁর মন বিচলিত হয়েছিল; ন—না; আত্মানম্—নিজেকে; অন্তিকে—নিকটে (অবস্থিত); উমাম্—তাঁর পত্নী উমাকে; স্ব-গণান্ চ—এবং তাঁর পার্শ্বদেব; বেদ—স্মরণ।

অনুবাদ

মহাদেব যখন সুন্দরী রমণীটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর প্রতি কখনও কখনও দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং লজ্জায় ঈষৎ হেসেছিলেন। সেই সুন্দরী রমণীকে নিরীক্ষণ করে এবং সেই রমণীকে প্রতিনিরীক্ষণ করতে দেখে মহাদেব তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নী উমা এবং নিকটস্থ তাঁর পার্শ্বদেবের বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের বন্ধন হচ্ছে—সুন্দরী রমণী সুন্দর পুরুষকে এবং সুন্দর পুরুষ সুন্দরী রমণীকে মোহিত করতে পারে। শিব যখন সেই সুন্দরী বালিকাটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন, তখন তাঁরও সেই অবস্থা হয়েছিল। এই প্রকার কার্যে কামদেবের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। উভয় পক্ষই যখন তাদের ক্রাসঞ্চালন

করে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন তাদের কামবাসনা বর্ধিত হতে থাকে। এই প্রকার কাম-বাসনার বিনিময় মহাদেব এবং সেই সুন্দরী রমণীর মধ্যেও হয়েছিল। উমাদেবী এবং শিবের পার্শ্বদেৱা যদিও শিবের পাশে ছিলেন, তবুও সেই কামোন্মাদনায় তিনি তাঁদের বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই জড় জগতে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ এতই প্রবল। মহাদেবের এই প্রকার আকর্ষণের উদ্দেশ্য থাকার কথা, কিন্তু তিনি ভগবানের মোহিনী শক্তির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। কাম-বাসনার আকর্ষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ঋষভদেব বলেছেন—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রহিমাঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিভে-
র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি ॥

“স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রহি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদ আদিতে ‘আমি এবং আমার’ বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮) যখন স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কামানুভূতির বিনিময় হয়, তখন তারা উভয়েই কামের দ্বারা পীড়িত হয়, এবং তাঁর ফলে তারা নানাভাবে এই জড় জগতে বদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২৩

তস্যাঃ করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা
গতো বিদূরং তমনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোহহরদ্
ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ ॥ ২৩ ॥

তস্যাঃ—সেই সুন্দরী রমণীর; করাগ্রাৎ—হাত থেকে; সঃ—সেই; তু—কিন্তু; কন্দুকঃ—কন্দুক; যদা—যখন; গতঃ—পতিত হয়েছিল; বিদূরম্—দূরে; তম্—সেই কন্দুক; অনুব্রজৎ—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; স্ত্রিয়াঃ—সেই রমণীর; বাসঃ—বসন; স-সূত্রম্—কাঞ্চি সহ; লঘু—অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে; মারুতঃ—বায়ু; অহরৎ—উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; ভবস্য—মহাদেবের; দেবস্য—দেবাদিদেব; কিল—বস্তুতপক্ষে; অনুপশ্যতঃ—অনুক্ষণ দর্শন করছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর হাত থেকে কন্দুকটি যখন দূরে পতিত হল, তখন সেই রমণী তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তখন মহাদেবের সমক্ষেই বায়ু হঠাৎ কাঞ্চি সহ তাঁর কটিদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২৪

এবং তাং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়্যাম্ মনোরমাম্ ।

দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিষজ্জন্ত্যাম্ ভবঃ কিল ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; তাম্—তাঁর; রুচির-অপাঙ্গীম্—সুন্দর অঙ্গ সমন্বিতা; দর্শনীয়্যাম্—সুন্দর দর্শন; মনোরমাম্—মনোরম; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; তস্যাং—তাকে; মনঃ চক্রে—ভেবেছিলেন; বিষজ্জন্ত্যাম্—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার জন্য; ভবঃ—মহাদেব; কিল—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মহাদেব দেখলেন, সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর, এবং সেই সুন্দরী রমণীও তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাই সেই রমণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে করে, মহাদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহাদেব সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করছিলেন, এবং সেই রমণীও চঞ্চল নয়নে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাই শিব মনে করেছিলেন যে, সেই রমণীও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং তাই তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

তয়াপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহুলঃ ।

ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ ॥ ২৫ ॥

তয়া—তাঁর দ্বারা; অপহৃত—অপহৃত; বিজ্ঞানঃ—বিবেক; তৎকৃত—তাঁর দ্বারা কৃত; স্মর—তাঁর হাস্যের দ্বারা; বিহুলঃ—তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে;

ভবান্যাঃ—শিবের পত্নী ভবানী যখন; অপি—যদিও; পশ্যন্ত্যাঃ—সেই সমস্ত ঘটনা দর্শন করছিলেন; গত-ত্বীঃ—সমস্ত লজ্জা হারিয়ে; তৎ-পদম্—যেখানে রমণীটি ছিলেন সেখানে; যযৌ—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই রমণীর সঙ্গে রমণ করার বাসনায় শিব তাঁর জ্ঞান হারিয়ে তাঁকে পাবার জন্য এমনই উন্মত্ত হয়েছিলেন যে, ভবানীর সমক্ষেই তিনি নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভূশম্ ।
নিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নাস্বতিষ্ঠত ॥ ২৬ ॥

সা—সেই রমণী; তম্—মহাদেবকে; আয়ান্তম্—কাছে আসতে; আলোক্য—দেখে; বিবস্ত্রা—তিনি বিবসনা ছিলেন; ব্রীড়িতা—অত্যন্ত লজ্জিতা; ভূশম্—এতই; নিলীয়মানা—লুকিয়েছিলেন; বৃক্ষেষু—বৃক্ষের মধ্যে; হসন্তী—হাসতে হাসতে; ন—না; অস্বতিষ্ঠত—এক স্থানে দাঁড়ালেন।

অনুবাদ

সেই সুন্দরী রমণী ইতিমধ্যেই বিবসনা হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি যখন দেখলেন শিব তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়েছিলেন; তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেননি।

শ্লোক ২৭

তামম্বগচ্ছদ্ ভগবান্ ভবঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যুথপঃ ॥ ২৭ ॥

তাম্—তাঁর; অম্বগচ্ছৎ—অনুসরণ করেছিলেন; ভগবান্—মহাদেব; ভবঃ—ভব নামক; প্রমুষিত-ইন্দ্রিয়ঃ—যাঁর ইন্দ্রিয় বিচলিত হয়েছিল; কামস্য—কাম-বাসনার; চ—এবং; বশম্—বশীভূত; নীতঃ—হয়ে; করেণুম্—হস্তিনী; ইব—সদৃশ; যুথপঃ—হস্তী।

অনুবাদ

মহাদেবের ইন্দ্রিয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। কামান্ব হস্তী যেভাবে হস্তিনীর প্রতি ধাবিত হয়, মহাদেবও ঠিক সেইভাবে সেই সুন্দরীর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

সোহনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিচ্ছতীং স্থিয়ম্ ।

কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥ ২৮ ॥

সঃ—মহাদেব; অনুব্রজ্য—তাকে অনুসরণ করে; অতি-বেগেন—অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে; গৃহীত্বা—ধরে; অনিচ্ছতীম্—যদিও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন; স্থিয়ম্—রমণী; কেশ-বন্ধে—চুলের বেণী; উপানীয়—তাকে কাছে টেনে এনে; বাহুভ্যাম্—তঁার বাহুর দ্বারা; পরিষস্বজে—তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত দ্রুতবেগে তঁার পশ্চাতে ধাবিত হয়ে, মহাদেব সেই সুন্দরীর চুলের বেণী ধরে তাকে কাছে টেনে এনেছিলেন, এবং অনিচ্ছুক হলেও তাকে তঁার বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা ।

ইতস্ততঃ প্রসপন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ॥ ২৯ ॥

আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ সুর্য্যভভূজান্তরাং ।

প্রাদ্রবৎ সা পৃথুশ্রোণী মায়া দেববিনির্মিতা ॥ ৩০ ॥

সা—সেই রমণী; উপগূঢ়া—ধৃত এবং আলিঙ্গিত হয়ে; ভগবতা—মহাদেবের দ্বারা; করিণা—হস্তীর দ্বারা; করিণী—হস্তিনী; যথা—যেমন; ইতস্ততঃ—ইতস্ততঃ; প্রসপন্তী—সাপের মতো পিচ্ছিল; বিপ্রকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; শিরোরুহা—তঁার মাথার চুল; আত্মানম্—নিজেকে; মোচয়িত্বা—মুক্ত করে; অঙ্গ—হে রাজন; সুর্য্যভভূজ—সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব; ভূজ-অন্তরাং—তঁার বাহুপাশ থেকে; প্রাদ্রবৎ—দ্রুতবেগে পলায়ন করেছিলেন; সা—তিনি; পৃথু-শ্রোণী—স্থূল নিতম্বা; মায়া—যোগমায়া; দেব-বিনির্মিতা—ভগবানের দ্বারা প্রদর্শিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, হস্তীর দ্বারা আলিঙ্গিতা হস্তিনীর মতো সেই ভগবানের যোগমায়া নির্মিতা স্থূল নিতম্বিনী সুন্দরী মহাদেবের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়ে, আলুলায়িত কেশে মহাদেবের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন।

শ্লোক ৩১

তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ ।

প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জিতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য—ভগবানের; অসৌ—মহাদেব; পদবীং—স্থান; রুদ্রঃ—শিব; বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুর; অদ্ভুত-কর্মণঃ—অদ্ভুতকর্মা; প্রত্যপদ্যত—অনুসরণ করতে লাগলেন; কামেন—কাম-বাসনার দ্বারা; বৈরিণা ইব—শত্রুর মতো; বিনির্জিতঃ—বিচলিত হয়ে।

অনুবাদ

কামরূপ শত্রুর দ্বারা বিচলিত হয়ে শিব যেন অদ্ভুতকর্মা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পথ অনুসরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শিব কখনও মায়ার বশীভূত হতে পারেন না। তাই বুঝতে হবে যে, শিব বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা বহু অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

(শ্বেতাস্বতর উপনিষদ ৬/৮)

ভগবানের বিবিধ শক্তি রয়েছে, যার দ্বারা তিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কার্য করতে পারেন। এই ধরনের কার্য সম্পাদন করতে তাঁকে চিন্তা পর্যন্ত করতে হয় না। যেহেতু শিব এক রমণীর দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে তা কোন রমণীর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি, তা হয়েছিল স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা।

শ্লোক ৩২

তস্যানুধাবতো রেতশ্চক্ষন্দামোধরেতসঃ ।

শুদ্ভিণো যুথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তঁার (মহাদেবের); অনুধাবতঃ—যিনি অনুসরণ করছিলেন; রেতঃ—বীৰ্য; চক্ষুঃ—স্বলিত; অমোঘ-রেতসঃ—যাঁর বীৰ্যপাত কখনও ব্যর্থ হয় না; শুষ্কিণঃ—উন্মত্ত; যুথপস্য—হস্তীর; ইব—সদৃশ; বাসিতাম্—গর্ভধারণে সক্ষম হস্তিনীর; অনুধাবতঃ—অনুগামী।

অনুবাদ

মত্ত হস্তী যেমন ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগমন করে, অমোঘবীৰ্য মহাদেবও তেমন সেই সুন্দরীর অনুসরণ করতে লাগলেন, এবং তখন তাঁর বীৰ্য স্বলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ ।

তানি রূপ্যস্য হেমশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে ॥ ৩৩ ॥

যত্র—যেখানে; যত্র—যেখানে; অপতৎ—পতিত হয়েছিল; মহ্যাম্—পৃথিবীর উপর; রেতঃ—বীৰ্য; তস্য—তঁার; মহা-আত্মনঃ—মহাত্মা শিবের; তানি—সেই সমস্ত স্থান; রূপ্যস্য—রূপার; হেমঃ—স্বর্ণের; চ—এবং; ক্ষেত্রাণি—খনি; আসন্—হয়েছিল; মহীপতে—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, পৃথিবীর যে যে স্থানে মহাত্মা শিবের বীৰ্য পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান স্বর্ণ এবং রৌপ্য খনিতে পরিণত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, যারা সোনা এবং রূপা চায়, তারা জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্য শিবের পূজা করতে পারে। শিব বেল গাছের নিচে বাস করেন এবং তিনি তাঁর বসবাসের জন্য একটি গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করেন না, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দরিদ্র বলে মনে হলেও অনেক সময় দেখা যায়, তাঁর ভক্তেরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা রয়েছে। পরে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং শুকদেব গোস্বামী তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৪

সরিৎসরঃসু শৈলেষু বনেষুপবনেষু চ ।

যত্র ক্ব চাসন্মষয়স্তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৩৪ ॥

সরিৎ—নদীর তটে; সরঃসু—এবং সরোবরের নিকটে; শৈলেষু—পর্বতের নিকটে; বনেষু—বনে; উপবনেষু—উপবনে; চ—ও; যত্র—যেখানে; ক্ব—কোথায়; চ—ও; আসন্—অবস্থান করছিলেন; ঋষয়ঃ—মহান ঋষিগণ; তত্র—সেখানে; সন্নিহিতঃ—উপস্থিত ছিলেন; হরঃ—শিব।

অনুবাদ

মোহিনীকে অনুসরণ করতে করতে শিব নদী, সরোবর, পর্বত, বন ও উপবনে, এবং যেখানে ঋষিগণ অবস্থান করতেন, সেই সমস্ত স্থানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিব যে এক সুন্দরীর আকর্ষণে উন্মত্ত হয়েছেন তা তাঁদের দেখাবার জন্য মোহিনীমূর্তি শিবকে বহু স্থানে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে যেখানে মহান ঋষিগণ বাস করেন। এইভাবে, যদিও তাঁরা ছিলেন মহান ঋষি এবং মহাত্মা, তবুও তাঁদের মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা মুক্ত। পক্ষান্তরে সুন্দরী স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁদের অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কারও মনে করা উচিত নয় যে, সুন্দরী রমণীর উপস্থিতিতে তিনি অবিচলিত থাকবেন, এবং তাঁর অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মাত্রা স্বপ্না দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।

বলবানিन्द्रিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্ষতি ॥

“কোন মহিলার সঙ্গে নির্জন স্থানে থাকা উচিত নয়। এমন কি নিজের মা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও থাকা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এমনই দুর্দমনীয় যে, স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে চিন্তাচঞ্চল্য ঘটতে পারে এবং অত্যন্ত বিদ্বান ও উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরও অধঃপতন হতে পারে।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/১৯/১৭)

শ্লোক ৩৫

স্কন্নে রেতসি সোহপশ্যদাত্মানং দেবমায়য়া ।

জড়ীকৃতং নৃপশ্রেষ্ঠ সংন্যবর্তত কশ্মলাৎ ॥ ৩৫ ॥

স্কন্ধে—সম্পূর্ণরূপে স্থলিত; রেতসি—বীৰ্য; সঃ—শিব; অপশ্যৎ—দেখেছিলেন; আত্মানম্—নিজেকে; দেব-মায়য়া—ভগবানের মায়ার দ্বারা; জড়ীকৃতম্—মূৰ্খের মতো বশীভূত হয়েছেন; নৃপ-শ্রেষ্ঠ—হে নৃপশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); সংন্যবর্তত—নিবৃত্ত হয়েছিলেন; কক্ষ্মলাৎ—মোহ থেকে।

অনুবাদ

হে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেবের বীৰ্য সম্পূর্ণরূপে স্থলিত হলে, তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়েছেন। তখন তিনি সেই মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সুন্দরী রমণী দর্শন করে কাম-বাসনার দ্বারা বিচলিত হয়, তখন সেই বাসনা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে, কিন্তু যখন মৈথুনের ফলে বীৰ্য স্থলিত হয়, তখন কাম-বাসনার নিবৃত্তি হয়। মহাদেবেরও তাই হয়েছিল। তিনি মোহিনীমূর্তির সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বীৰ্যস্থলনের পর তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেই উপবনে স্ত্রীমূর্তি দর্শন করা মাত্র কিভাবে তিনি তাঁর রূপের শিকার হয়েছিলেন। মানুষ যখন ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বীৰ্য ধারণের শিক্ষালাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন না। কেউ যদি ব্রহ্মচারী থাকতে পারেন, তা হলে তিনি এই সংসারের বহু দুঃখ-দুর্দশা থেকে ত্রাণ লাভ করেন। সংসার মানেই মৈথুনসুখ উপভোগ (যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখম্)। কেউ যদি বৈষয়িক জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়ে বীৰ্য ধারণের শিক্ষা করেন, তা হলে তিনি ভয়ঙ্কর সংসারের সঙ্কট থেকে রক্ষা পান।

শ্লোক ৩৬

অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ ।

অপরিজ্ঞেয়বীৰ্যস্য ন মেনে তদুহাঙ্কৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ—এইভাবে; অবগত—সম্পূর্ণরূপে জেনে; মাহাত্ম্যঃ—মহিমা; আত্মনঃ—নিজের; জগৎ-আত্মনঃ—এবং ভগবানের; অপরিজ্ঞেয়-বীৰ্যস্য—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; ন—না; মেনে—বিবেচনা করেছিলেন; তৎ—ভগবানের অদ্ভুত মোহিনীশক্তি, যা তাঁকে বিমোহিত করেছিল; উ হ—নিশ্চিতভাবে; অদ্ভুতম্—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

এইভাবে শিব নিজের এবং অনন্ত শক্তিমান ভগবানের স্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীশক্তি যে তাঁকে এইভাবে মোহিত করেছিল, সেই জন্য তিনি একটুও আশ্চর্য হননি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বশক্তিমান, কারণ কোন কার্যেই তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় (৭/৭) ভগবান বলেছেন, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়—“হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্য নেই।” কেউই ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবানের থেকে মহান হতে পারে না, কারণ তিনিই হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর। সেই সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) উল্লেখ করা হয়েছে—একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত্যা। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি শিবেরও ঈশ্বর, অতএব অন্যদের আর কি কথা। বিষ্ণুর পরম শক্তি সম্বন্ধে শিব ইতিমধ্যেই অবগত ছিলেন, কিন্তু মোহিত হওয়ার পর, এমন একজন প্রভুর ভূত্যা হওয়ার ফলে তিনি গর্ববোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তমবিক্রবমব্রীড়মালক্ষ্য মধুসূদনঃ ।

উবাচ পরমপ্ৰীতো বিভ্রং স্বাং পৌরুষীং তনুং ॥ ৩৭ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); অবিক্রবম্—সেই ঘটনায় অবিচলিত; অব্রীড়ম্—লজ্জিত না হয়ে; আলক্ষ্য—দেখে; মধুসূদনঃ—ভগবান মধুসূদন; উবাচ—বলেছিলেন; পরম-প্ৰীতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; বিভ্রং—ধারণ করে; স্বাম্—তাঁর নিজের; পৌরুষীম্—মূল; তনুং—রূপ।

অনুবাদ

শিবকে বিচলিত এবং লজ্জিত না হতে দেখে ভগবান মধুসূদন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহাদেব যদিও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি দর্শনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন, তবুও তিনি লজ্জাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বিষ্ণুর দ্বারা পরাস্ত হয়ে গর্ববোধ

করেছিলেন। ভগবানের কাছে কিছুই লুকানো যায় না। কারণ তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। বস্তুতপক্ষে ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ—“আমি সকলের হৃদয়ে
বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।” যা কিছু
ঘটেছিল তা সবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছিল, এবং তাই দুঃখিত বা
লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মহাদেব যদিও কারও দ্বারা পরাস্ত হন
না, তবুও তিনি যখন বিষ্ণুর দ্বারা পরাজিত হন, তখন তিনি এমন একজন শক্তিমান
প্রভুর ভূত্য হওয়ার ফলে গর্ববোধ করেন।

শ্লোক ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্ৰেষ্ঠ স্বাং নিষ্ঠামাত্মনা স্থিতঃ ।

যন্মে দ্বীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোহপ্যঙ্গ মায়য়া ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; দিষ্ট্যা—সর্ব-মঙ্গলময়; ত্বম্—আপনি; বিবুধ-
শ্রেষ্ঠ—হে দেবশ্রেষ্ঠ; স্বাম্—নিজের; নিষ্ঠাম্—স্থির অবস্থায়; আত্মনা—নিজের;
স্থিতঃ—অবস্থিত; যৎ—যার ফলে; মে—আমার; দ্বী-রূপয়া—দ্বীরূপ; স্বৈরম্—
পর্যাপ্ত; মোহিতঃ—বিমোহিত; অপি—সত্ত্বেও; অঙ্গ—হে শিব; মায়য়া—আমার
শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি যদিও আমার দ্বীরূপা মায়ার দ্বারা
মোহিত হয়েছেন, তবুও আপনি আপনার স্থিতিতেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অতএব,
সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক।

তাৎপর্য

মহাদেব যেহেতু সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যেও
শ্রেষ্ঠ (বৈষ্ণবানাং যথা শব্দঃ)। তাই ভগবান তাঁর আদর্শ চরিত্রের প্রশংসা করে
তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, “সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক।” ভক্তের যখন
একটু গর্ব হয়, তখন ভগবান তাঁর পরম শক্তি প্রদর্শন করে সেই ভক্তের ভ্রম দূর
করেন। বিষ্ণুমায়ার দ্বারা হয়রান হয়ে শিব তাঁর অবিচলিত, স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত

হয়েছিলেন। এটিই ভক্তের স্থিতি। ভক্তের কোন অবস্থাতেই, এমন কি চরম দুঃখ-দুর্দশাতেও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৬/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে—ভগবানের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস থাকার ফলে ভক্ত কখনও বিচলিত হন না, এমন কি চরম বিপদেও নয়। এই প্রকার নিরভিমান কেবল উত্তম ভক্তের পক্ষেই সম্ভব, যাঁদের মধ্যে শঙ্কু হচ্ছেন অন্যতম।

শ্লোক ৩৯

কো নু মেহতিতরেন্মায়ান্ বিষক্তস্তদুতে পুমান্ ।

তাংস্তান্ বিসৃজতীং ভাবান্ দুষ্টরামকৃতাশ্চিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

কঃ—কি; নু—বস্তুতপক্ষে; মে—আমার; অতিতরেৎ—অতিক্রম করতে পারে; মায়াম্—মায়া; বিষক্তঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত; ত্বৎ-স্বাতে—আপনি ছাড়া; পুমান্—ব্যক্তি; তান্—এই প্রকার অবস্থা; তান্—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে; বিসৃজতীম্—অতিক্রম করতে; ভাবান্—জড় কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া; দুষ্টরাম্—অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; অকৃত-আশ্চিভিঃ—যারা ইন্দ্রিয় সংযত করতে অক্ষম তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে শঙ্কু, এই জড় জগতে তুমি ছাড়া আমার মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারে? জীবেরা সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রভাবের দ্বারা পরাভূত। বস্তুতপক্ষে, তাদের পক্ষে মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

তিনজন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণু ছাড়া অন্য সকলেই মায়ার বশীভূত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁদের মায়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা 'মায়ার অধীন।' কিন্তু শিব যদিও মায়ার সঙ্গ করেন, তবুও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত নন। জীবেরা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু মহাদেব আপাতদৃষ্টিতে মায়ার সঙ্গ করলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহাদেব ছাড়া এই জড় জগতের সমস্ত জীবেরাই মায়ার দ্বারা বিমোহিত। শিব তাই বিষ্ণু তত্ত্বও নন, আবার জীব তত্ত্বও নন। তিনি এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছেন।

শ্লোক ৪০

সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি ।

ময়া সমেতা কালেন কালরূপেণ ভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

সা—সেই দুর্লভা; ইয়ম্—এই; গুণ-ময়ী—ত্রিগুণময়ী; মায়া—মায়া; ন—না; ত্বাম্—আপনি; অভিভবিষ্যতি—ভবিষ্যতে মোহিত করতে সক্ষম হবে; ময়া—আমার সঙ্গে; সমেতা—যুক্ত; কালেন—কালের দ্বারা; কাল-রূপেণ—কালরূপে; ভাগশঃ—তাঁর বিভিন্ন অংশ সহ।

অনুবাদ

এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া, যে সৃষ্টিকার্যে আমার সহায়তা করে এবং যে প্রকৃতির তিনগুণে প্রকাশিতা, সে আর আপনাকে মোহিত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

শিবের সঙ্গে তাঁর পত্নী দুর্গাও উপস্থিত ছিলেন। দুর্গা এই জড় জগতের সৃষ্টিকার্যে ভগবানের সহায়তা করেন। ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবান বলেছেন, ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্—“হে কৌন্তেয়, জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করে।” প্রকৃতি হচ্ছেন দুর্গা।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

কালরূপে শ্রীবিষ্ণুর সহযোগিতায় দুর্গা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। স ঙ্ক্ষত লোকান্ নু সৃজা। স ইমাক্ষৌকান্ অসৃজত। এটি বেদের বাণী (ঐতরেয় উপনিষদ ১/১/১-২)। মায়া হচ্ছেন শিবের পত্নী, এবং তার ফলে শিব মায়ার সান্নিধ্যে রয়েছেন, কিন্তু এখানে বিষ্ণু শিবকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, মায়া আর তাঁকে মোহিত করতে সক্ষম হবেন না।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাক্ষেন সংকৃতঃ ।

আমন্ত্য তং পরিক্রম্য সগণঃ স্থালয়ং যযৌ ॥ ৪১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা; রাজন্—হে রাজন্; শ্রীবৎস-অঙ্কেন—যিনি তাঁর বক্ষে সর্বদা শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেন; সৎকৃতঃ—অত্যন্ত প্রশংসিত হয়ে; আমন্ত্য—অনুমতি নিয়ে; তম্—তাঁকে; পরিক্রম্য—পরিক্রমা করে; সগণঃ—তাঁর পার্শ্বদগণ সহ; স্ব-আলয়ম্—তাঁর ধামে; যযৌ—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, শ্রীবৎসাক্ষ ভগবান কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে মহাদেব তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং তারপর তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে মহাদেব তাঁর পার্শ্ব সহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিব যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করছিলেন, বিষ্ণু তখন উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাই এখানে শ্রীবৎসাক্ষেন শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। শ্রীবৎস চিহ্ন শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ বিভূষিত করে বিরাজ করে, এবং তাই মহাদেব যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণু শিবকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তখন শ্রীবৎস চিহ্ন শিবের বক্ষ স্পর্শ করেছিল।

শ্লোক ৪২

আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ ।
সম্মতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥ ৪২ ॥

আত্ম-অংশ-ভূতাম্—পরমাত্মার শক্তি; তাম্—তাঁকে; মায়াং—মায়া; ভবানীম্—শিবের পত্নী; ভগবান্—শক্তিমান; ভবঃ—শিব; সম্মতাম্—স্বীকার করেছিলেন; ঋষি-মুখ্যানাম্—মহান ঋষিদের দ্বারা; প্রীত্যা—প্রীতি সহকারে; আচষ্ট—সম্বোধন করেছিলেন; অথ—তারপর; ভারত—হে ভরত-বংশীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভারত, তারপর শিব সমস্ত মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত বিষ্ণুর শক্তিরূপা তাঁর পত্নী ভবানীকে সম্বোধন করে আনন্দ সহকারে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৩

অয়ি ব্যপশ্যত্বমজস্য মায়াং
 পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়্যাঃ ।
 অহং কলানামৃষভোহপি মুহো
 যয়াবশোহন্যে কিমুতাস্বতন্ত্রাঃ ॥ ৪৩ ॥

অয়ি—হে; ব্যপশ্যঃ—দর্শন করেছে; ত্বম্—তুমি; অজস্য—অজ ভগবানের; মায়াং—মায়া; পরস্য পুংসঃ—পরম পুরুষের; পর-দেবতায়্যাঃ—পরম সত্য; অহম্—আমি; কলানাম্—অংশের; ঋষভঃ—মুখ্য; অপি—যদিও; মুহো—মোহিত হয়েছি; যয়া—তাঁর দ্বারা; অবশঃ—অবশ হয়ে; অন্যে—অন্যদের; কিম্ উত—কি বলার আছে; অস্বতন্ত্রাঃ—সম্পূর্ণরূপে মায়ার উপর নির্ভরশীল।

অনুবাদ

মহাদেব বললেন—হে দেবী, তুমি জন্মরহিত পরদেবতা ও পরম পুরুষ ভগবানের মায়া দর্শন করলে। যদিও আমি তাঁর অংশাবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবুও আমি তাঁর মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছি। অতএব যারা সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রিত, তাদের আর কি কথা?

শ্লোক ৪৪

যং মামপৃচ্ছত্বমুপেত্য যোগাৎ
 সমাসহস্রান্ত উপারতং বৈ ।
 স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো
 ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ ॥ ৪৪ ॥

যম্—যাঁর সম্বন্ধে; মাম্—আমার থেকে; অপৃচ্ছঃ—জিজ্ঞাসা করেছিলে; ত্বম্—তুমি; উপেত্য—আমার কাছে এসে; যোগাৎ—যোগ অনুষ্ঠান থেকে; সমা—বৎসর; সহস্র-অন্তে—এক হাজারের পর; উপারতম্—নিবৃত্ত হয়ে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; সঃ—তিনি; এষঃ—এই; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; পুরুষঃ—পরম পুরুষ; পুরাণঃ—আদি; ন—না; যত্র—যেখানে; কালঃ—কাল; বিশতে—প্রবেশ করতে পারে; ন—না; বেদঃ—বেদ।

অনুবাদ

এক হাজার বছর যোগ অনুষ্ঠান করার পর আমি যখন নিবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি কার ধ্যান করছিলাম। 'ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ, যাঁর মধ্যে কাল প্রবেশ করতে পারে না এবং যাঁকে বেদ জানতে পারে না।

তাৎপর্য

কাল সর্বত্র প্রবেশ করে, কিন্তু ভগবদ্ধামে তা প্রবেশ করতে পারে না, এবং বেদও সেই ভগবানকে জানতে পারে না। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপকতা এবং সর্বজ্ঞতার লক্ষণ।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তেহভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ।

সিন্ধোনির্মথনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; তে—আপনাকে; অভিহিতঃ—কথিত; তাত—হে রাজন্; বিক্রমঃ—পরাক্রম; শার্ঙ্গধন্বনঃ—শার্ঙ্গ ধনুর্ধারী ভগবানের; সিন্ধোঃ—ক্ষীর সমুদ্রের; নির্মথনে—মহুনে; যেন—যাঁর দ্বারা; ধৃতঃ—ধারণ করেছিলেন; পৃষ্ঠে—পৃষ্ঠে; মহা-অচলঃ—বিশাল মন্দের পর্বত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ক্ষীরসমুদ্র মহুনের সময় যিনি তাঁর পৃষ্ঠে বিশাল মন্দের পর্বত ধারণ করেছিলেন, শার্ঙ্গধন্বা সেই ভগবানের পরাক্রমের কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৪৬

এতন্মুহঃ কীর্তয়তোহনুশৃঙ্খতো

ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্ৰচিৎ ।

যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনং

সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥ ৪৬ ॥

এতৎ—এই বর্ণনা; মুহুঃ—নিরন্তর; কীর্তয়তঃ—যিনি কীর্তন করেন; অনুশ্ৰুতঃ—এবং শ্রবণ করেন; ন—না; রিষ্যতে—নিষ্ফল; জাতু—কোন সময়; সমুদ্যমঃ—প্রয়াস; ক্ৱচিৎ—কখনও; যৎ—যেহেতু; উত্তমশ্লোক—ভগবানের; গুণ-অনুবর্ণনম্—দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা; সমস্ত—সমগ্র; সংসার—জড় অস্তিত্বের; পরিশ্রম—ক্লেশ; অপহম্—নিবৃত্তি সাধন করে।

অনুবাদ

ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের এই বর্ণনা যিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁর প্রচেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। বস্তুতপক্ষে, ভগবানের মহিমা কীর্তনই এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে।

শ্লোক ৪৭

অসদবিষয়মস্ত্রিং ভাবগম্যং প্রপন্না-

নমৃতমমরবর্ণানাশয়ৎ সিদ্ধুমথ্যম্ ।

কপটযুবতিবেষো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-

স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোহস্মি ॥ ৪৭ ॥

অসৎ-অবিষয়ম্—নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না; অস্ত্রিম্—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; ভাব-গম্যম্—ভক্তেরা বুঝতে পারেন; প্রপন্না—পূর্ণরূপে শরণাগত; অমৃতম্—অমৃত; অমর-বর্ণান্—কেবল দেবতাদের; আশয়ৎ—পান করতে দিয়েছিলেন; সিদ্ধু-মথ্যম্—ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন; কপট-যুবতি-বেষঃ—ছলপূর্বক যুবতী বেশ ধারণকারী; মোহয়ন্—মোহিত করে; যঃ—যিনি; সুর-অরীন্—দেবতাদের শত্রুদের; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; উপসৃতানাম্—ভক্তদের; কাম-পূরম্—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন; নতঃ অস্মি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি যুবতীর রূপ ধারণপূর্বক অসুরদের মোহিত করে, ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন অমৃত দেবতাদের পান করিয়েছিলেন, ভক্ত বাসনাপূর্ণকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ক্ষীরসমুদ্র মন্থন সম্বন্ধীয় এই বর্ণনার উপদেশ ভগবানের দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যদিও তিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের ফলে

তিনি ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

“আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।” ভগবানের এই পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। মানুষ তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়, পরস্পরের প্রতি অনুরাগের ফলে। শিশু পিতার স্নেহের উপর নির্ভর করে, এবং পিতা স্নেহভরে তাঁর সন্তানকে পালন করেন। তেমনই, ভক্ত যেহেতু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, তাই ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে এবং তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই তিনি বলেছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি—“হে কৌন্তেয়, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।”

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন’ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।